আমার চিরদিনের সুর নজরুল

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কলকাতা)

সঙ্গীতকে আমি ভালবেসেছি। প্রাণের চেয়েও ভালোবেসেছি

এক সঙ্গীতময় পরিবেশে আমার জন্ম। ফলে শৈশব থেকেই সঙ্গীতের সাথে এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই। পাখীর কাকলীতে, নদীর কলতানে, বাতাসের মর্মরধ্বনিতে, ফুলের গন্ধে আমি অনুভব করেছি সুরের পরশ। স্বাদ-গন্ধ ও বর্ণেবৈচিত্রময় পৃথিবী আমার সামনে তুলে ধরেছে সুরের ডালি।

অনেকে বলেন আমি নজরুল-গীতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছি। কিন্তু আমি মনে করি নজরুল-গীতিই আমাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। আমাকে বাঁচিয়েছে, আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে নজরুল ইসলাম - বিপ্লবী নজরুল, কবি-শিল্পী নজরুল। আজ তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে শৈশবের কথা। আমার কাকা শ্রী রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সাথে নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা ছিল। এই সূত্রে তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসতেন এবং গানের আসরে যোগ দিতেন। কাকার সাথে বসে তার ছেলে দিলীপ, আমি এবং আরো অনেকে রূপানুরাগ, মান, মাথুর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কীর্তন গাইতাম। নজরুলের গানও আমরা প্রায়ই গাইতাম আমরা। আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে 'অঞ্জলি লহ মোর' গানখানি আমাদের খুবই প্রিয় ছিল। নজরুল ছিলেন গানের মস্ত সমঝদার। গান শুনে ভাল লাগলেই তিনি স্বতঃস্ফুর্ত আবেগে চীৎকার করে উঠতেন। আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। তাঁর সেই আনন্দ উচ্ছাস ছিল বর্ষার বাঁধ-ভাঙা নদীর মত। কোন জড়তা, কোন সংকোচই মানতেন না তিনি। প্রচন্ড আনন্দোল্লাসে সবাইকে মাতিয়ে তুলতেন। পরবর্তী জীবনে বহু গানের আসরে বহুভাবে সম্বর্ধনা পেয়েছি। কিন্তু নজরুলের কাছে যেমনটি পেয়েছি তা আর পাইনি কোথাও। তিনি ছিলেন এক আত্মভোলা সঙ্গীত প্রেমিক, দুরন্ত দুর্মদ এক রসিক পুরুষ। তাঁর আর একটা খেয়াল ছিল। এক এক জনের জন্য অদ্ভূত অদ্ভুত এক একটা নামকরণ করতেন। রত্নেশ্বর কাকার ছেলে দিলীপকে ডাকতেন 'কাইবিচি' বলে। আমার তখন বয়স বছর দশেক। আমি এর ওর কোলে বসতে ভালবাসতাম। আমাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'খিয়ে কড়ি'। এমনিভাবেই অনেককেই অনেক নামে ডাকতেন তিনি।

নজরুল ইসলাম একাধারে গায়ক, সঙ্গীত রচয়িতা এবং সুর সংযোজনকারী। এই তিন গুণের সমন্বয়ে ১৯৩০-এর দশকে এ-দেশকে তিনি দিয়ে গেছেন অভূতপূর্ব অবদান। সুরের সৃষ্টিতে এক অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা নেই। নজরুল রচিত গানের সংখ্যা তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে। শাক্ত এবং বৈষ্ণব এই দুইভাবের সমন্বয় ঘটেছে নজরুলের মধ্য। তাঁর রচিত গানগুলোকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায়। আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতি-এরা তাঁর রসাশ্রয়ী গানগুলি গেয়ে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। রাগাশ্রয়ী চটুল সঙ্গীত গেয়েছেন ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাস গোস্বামী প্রমুখ অনেকেই গেয়েছেন তাঁর শ্যামা সঙ্গীত এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। আধুনিক চটুল সঙ্গীত গেয়েছেন কমল দাশগুপ্ত, জগন্ময় মিত্র আরও অনেকে। এছাড়া আছে দেশাত্মবোধক বিপ্লবাত্মক সঙ্গীত। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে নজরুলের

গানের জনপ্রিয়তা খুবই বেড়ে যায়। ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানী বরাবরই নজরুলকে বর্জন করে এসেছে তাঁর দেশাত্মবোধক ও বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য। কিন্তু নজরুলের অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা দেখে বেনিয়া কোম্পানীকে মাথা নোয়াতে হ'ল তাঁর কাছে। নিজেদের স্বার্থে তাঁরা নজরুলকে নিলেন গ্রামোফোন কোম্পানীতে ট্রেইনার ও হেড কম্পোজার হিসেবে । স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র নজরুল-সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে নজরুলের গানগুলি লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে। রত্নেশ্বর কাকা, হর্ষবাবু, অম্বিকবাবু এঁরা দুর্গম গিরি – গানটি গাইলে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নজরুলকে আরও বেশী করে জানার উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫০ সালে এইচ, এম, ভি-র মালিক শ্রী পি, কে, সেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে নজরুলের গানের রেকর্ড করান। তখনও নজরুল-গীতে প্রবর্তিত হয়নি। বলা হ'ত কথা ও সুর নজরুল। অতঃপর পি, কে, সেনের জায়গায় এলেন শ্রী সন্তোষ সেন গুপ্ত। তিনি এসেই প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে লং প্লেয়িং রেকর্ডে বার করলেন, 'নজরুলের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গান'। তাতে অনেকের সাথে আমিও ছিলাম। নজরুল গীতি কেমন যেন ভীষনভাবে আমাকে নাড়া দিল। ঠিক তখনই আমি ভাবছিলাম আধুনিক জগৎ থেকে বিদায় নেব কিনা। ভেবে ঠিক করলাম-না, আর দোটানাওয় নয়। তাই আধুনিক ছেড়ে পুরোপুরি চলে এলাম নজরুল-গীতিতে। ঠিক এ-সময় সুবল মূখোপাধ্যায়ের পুত্র বিমান মূখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সুবল মূখোপাধ্যায়ের সাথে নজরুলের যথেষ্ঠ হৃদ্যতা থাকায় নজরুলের বহু অপ্রকাশিত গান জমে ছিল তাঁর কাছে। সেগুলো সব পেয়ে গেলাম বিমান মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। সেগুলো গেয়ে প্রচুর যশ পেলাম। আর সেই সঙ্গে নজরুল-গীতির প্রতি শ্রোতাদের আকর্ষণও বেড়ে গেল বহুলাংশে।

নজরুলের বহু গানে সুর দিয়েছেন সুবল দাশ গুপ্ত (যেমন, চৈতালী সাঁঝে, পায়ে যে বিঁধেছে কাঁটা), তুলসী লাহিড়ী (যেমন সহসা কি গোল বাধান), জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব প্রভৃতি।

১৯৭৩ সালে নজরুল-গীতির একটি লং প্লেয়িং রেকর্ড বের হয়। তাতে আমি একাই গেয়েছি। কবির অল্প বয়সের লেখা একটি কবিতা আছে তাতা। 'আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন'। গানটির সুর আমি নিজেই দিয়েছিলাম। কারণ কেমন যেন লোভ সামলাতে পারিনি। নজরুল-গীতি হিসেবে গানটি এখন যথেষ্ট সমাদৃত। তাই আজ সে কথাটা খুলেই বললাম।

সঙ্গীত জগতে আজ নজরুল-গীতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। যতই দিন যাচ্ছে তার জনপ্রিয়তা আরও বাড়ছে। বিভিন্ন আসরে নজরুল-গীতি গাইতে বসে তার যথেষ্ঠ প্রমান পেয়েছি। এই তো সেদিন এপ্রিলের গরম দুপুরে নৈহাটি সিনেমা হলে নজরুল-গীতে গাইবার পর বয়স্ক বয়স্কাদের, এমনকি তরুণের কাছ থেকেও প্রচন্ড সম্বর্ধনা পেয়েছে। শ্যামল মিত্রের মা পর্যন্ত আমায় আশীর্বাদ করেছেন।

একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। কিছুদিন আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তিনি নজরুলের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর বাড়ি গেলেন। সে উপলক্ষে একটি ছোট্ট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে নজরুলের বাড়িতে তাঁরই সামনে বসে আমি পরপর অনেকগুলো গান গাইলাম। নজরুল স্তব্ধ স্থবির। তবু বারবার তাঁকে দেখেছি রাধাকান্ত নন্দীর তবলা সঙ্গীতের সাথে সাথে তিনিও তাল দিচ্ছিলেন। গান তাঁর ভাল লাগছিল। তাই একটা গান শেষ হতেই হয়ত খাতা নয়ত এ্যাসট্রে কিছু একটা আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। জানিনা–ঠিক বুঝতে পারিনি কবির মনে তখন কি ভাবের উদয় হচ্ছিল।

কবি হয়ত আর ভাল হয় উঠবেন না। সকলের কাছ থেকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ চাই আমরা যেন নজরুলকে তাঁর গানের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যাঁদের দখল আছে এ ব্যাপারে তাঁদের এগিয়ে আসার প্রয়োজন। কেন জানিনা আমার বার বার মনে হয় নজরুলের এই স্তব্ধতা আজ স্বাধীন ভারতের এক অন্যায়, অনাচার, শোষণ আর অনাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

তাই মনে হয় নজরুল আজ সঙ্গীতের স্তব্ধতা নয়, স্তব্ধতার সঙ্গীত।

[The North American Nazrul Conference Committee, *The Nightingale: A Research Journal on Kazi Nazrul Islam*, Vol. 1, May 1997], পৃঃ ২৪-২৫]